গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জুলাই ২০২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১৯ জুলাই, ২০২২
সময়	:	বেলা ১২:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৮২৫), রেলভবন, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান এখন হতে প্রতি দুই মাস অন্তর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ে একজন উপসচিব সদ্য যোগদান করেছেন। সভাপতি মন্ত্রণালয়ে এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে সদ্য যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান এবং তাঁদের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/সদস্যবৃন্দের প্রতি আহবান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৭ ফ্রেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং এতে কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়ঃ

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	**(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণঃ** উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাসিক প্রতিবেদন, মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে ও জেলা প্রশাসক সম্মেলন,২০২২ এ গৃহিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাসিক সভায় উপস্থাপ্নের জন্য নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২।যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
	(খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত অনিষ্পন্ন পত্রঃ উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয় জানান যে, বাংলাদেশ	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়াদির হালনাগাদ তালিকা	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে;

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের এক মাসের উর্ধে ৪২টি, তিন মাসের উর্ধে ৫টি এবং ছয় মাসের উর্ধে ১৪টি মোট ৬১টি পত্র অনিষ্পন্ন রয়েছে। এছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের একমাসের উর্ধে ৩টি, তিনমাসের উর্ধে ১টি এবং ছয় মাসের উর্ধে ২টি অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতি অনিষ্পন্ন পত্রের উপস্থাপিত তথ্য দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি নির্দেশনা দেন।	প্রস্তুত করে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; (খ) দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।	২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। শাখা কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.২	**অডিট আপত্তিঃ** সভায় অডিট আপত্তি বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়ঃ (ক) রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নাই; (খ) রেলপথ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর-এ কোন অডিট আপত্তি পেন্ডিং নাই; (গ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ৪৭৮৩টি (পুঞ্জীভূত) এবং এতে ১৩,২২,১০,৭৯৩ টাকার (পুঞ্জীভূত) (হাজার টাকা) সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। জুন মাসে ২টি অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন হয়েছে। সভায় জানানো হয়, জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন ৫৪টি অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েতে পত্র দেয়া হলে, ৩১টির জবাব পাওয়া গেছে। ৩১টির মধ্যে ১০টি অডিট আপত্তি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির জন্য ডিজি, পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে পিএ কমিটি'তে আলোচিত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৪৪টি। সভাপতি অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশনা দেন। জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অবশিষ্ট ২৩টি অডিট আপত্তির ব্রডশিট জবাব দ্রুত প্রেরণের জন্য তিনি ডিজি বি,আর কে অনুরোধ করেন। এছাড়া ব্রডশিট জবাব পাওয়া বাকি ২১টি অডিট আপত্তি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য যুগ্মসচিব (অডিট ও আইসিটি) কে নির্দেশনা দেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিমাসে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় এবং উভয় অঞ্চলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) জাতীয় সংসদের পিএ কমিটি'তে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে এবং ব্রডশিট জবাব পাওয়া অডিট আপত্তিগুলোর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ ডিজি, পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৪। যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩.৩	**বাংলাদেশ রেলওয়েতে ই-ফাইলিং বাস্তবায়নঃ** সিএসটি টেলিকম সভায় জানান যে, a2i প্রকল্পের পরিচালক জানিয়েছেন সার্ভার শিফটিং এর কাজ চলমান থাকায় অর্থাৎ ই-নথি থেকে ডি নথিতে রূপান্তরের কার্যক্রমের কারণে রেলভবনে এবং পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে ই-নথি চালু করা সম্ভব হচ্ছেনা। প্রকল্প পরিচালক আগামী অক্টোবরে রেলভবনে ও পূর্বাঞ্চল- পশ্চিমাঞ্চলে ই-নথি চালুর আশ্বাস দিয়েছেন। সভাপতি ই-নথির কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে নিয়মিত এটুআই এর সংগে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেন।	রেলভবনসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে দ্রুত ই-নথি চালু করার জন্য প্রকল্প পরিচালক এটুআই এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৪	**বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি:** সভায় জানানো হয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ৩৪টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। জুন/২০২২ মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি; বাংলাদেশ রেলওয়েতে চলমান ২৩১টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে জুন/২০২২ মাসে ২১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ২১০টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে; এবং রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তরে কোন বিভাগীয় মামলা পেন্ডিং নেই।	(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার তদন্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; (খ) বিভাগীয় মামলার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে নিষ্পত্তি উদ্যোগসহ ক্রমান্বয়ে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৩), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৫	**জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ:** ১. সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিধি মোতাবেক দ্রুততার সাথে শূণ্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গত ১৭/০৬/২২ তারিখে গার্ড গ্রেড-২ এবং এ এল এম গ্রেড-২ পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, ২০জুলাই,২০২২ হতে মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে। ২(ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ৩৪ কার্যদিবসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। (খ) ফেব্রুয়ারী/২২ হতে জুন/২২ পর্যন্ত পাঁচ মাসে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ১২১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। (গ) ফেব্রুয়ারী/২২ হতে জুন/২২ পর্যন্ত পাঁচ মাসে রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমী হালিশহর কর্তৃক ১০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন যে, নিয়োগ কার্যক্রম যথাযথভাবে ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্হাপনের জন্য নির্দেশনা দেন।	(ক) নিয়োগ কার্যক্রম যথাযথভাবে ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে; (খ) প্রতিমাসে আয়োজিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ, রেলওয়ে; ২। রেক্টর,রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমি, ২। যুগ্ম- সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক/ সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ প্রধান সংস্থাপন কর্মকর্তা/ বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্হাপক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৬	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (মোবাইল কোর্ট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনা, পরিদর্শন ইত্যাদি): **মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ** সভায় রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ, ধূমপান বন্ধ এবং টিকেট কালোবাজারী রোধে নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভাপতি বলেন, ভূসম্পত্তি কর্মকর্তাগন নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় আসা-যাওয়ার সময়ও ট্রেনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন এবং প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ডিসিআর বহি সরবরাহের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য তিনি নির্দেশনা দেন।	(ক) রেলওয়ে স্টেশনে এবং ট্রেনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনা টিকেটে যাত্রী চলাচল প্রতিরোধ , ধূমপান বন্ধ, টিকেট কালোবাজারী রোধ এবং খাবারের মান বজায় রাখা ও নির্ধারিত দামে খাবার বিক্রি নিশ্চিতে নিয়মিত মোবাইলকোর্ট পরিচালনাকরতে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৬),

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (খ) ভূসম্পত্তি কর্মকর্তাগন নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় আসা-যাওয়ার সময়ও ট্রেনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবেন এবং প্রতিবেদন দাখিল করবেন; (গ) ডিসিআর বহি সরবরাহের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	রেলপথ মন্ত্রণালয়। (৪) বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: সভায় ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে প্রতি মাসে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভাপতি স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্যও নির্দেশনা দেন।	(ক) রেল এবং রেল স্টেশনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; (খ) রেল ও রেল স্টেশনের টয়লেট ও প্লাটফরম, স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন/ট্রাক এবং স্টেশন বিল্ডিং-এর ছাদ/কার্নিশ নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
	(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করে ট্রেন পরিচালনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সভাপতি ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনার জন্য এবং প্রতিমাসে এ সংক্রান্ত তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন।	ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার বৃদ্ধি এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি হ্রাস করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	(ঘ) পরিদর্শন: রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে রেল ও রেলস্টেশন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তিক নিয়মিত পরিদর্শনের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভাপতি বলেন আকস্মিকভাবে এ পরিদর্শন করে পরিদর্শনের তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণ রেল ও রেলস্টেশন আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন; (খ) সমন্বয় সভায় পরিদর্শনের তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। উপসচিব (প্রশাসন-৬) রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৭	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ বলেন যে, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণরোধে রেলওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), আরএনবি বলেন যে, ট্রেনের ইঞ্জিন, পাওয়ার কার ও ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধে আরএনবি বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন/২২ মাসে পূর্বাঞ্চলে ১৩২টি অভিযান পরিচালনা করে ৬৭,৫৫০/টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১২২টি অভিযান পরিচালনা করে ১৮,৭৪৫/ টাকা জরিমান আদায় করা হয়েছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মত বিনিময় সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জুন/২২ মাসে পূর্বাঞ্চলে ২২৫০টি ও পশ্চিমাঞ্চলে ২০০০টি সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। এছাড়া বিনা টিকেটে যাত্রী ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে যাতে ভ্রমণ করতে না পারে সেজন্য নিয়মিত বিভিন্ন ট্রেনে বিশেষ চেকিং ও গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ব্লক চেকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সভাপতি বলেন যে, টিকেট চেকিং নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। যাত্রীরা যাতে বিনা টিকিটে রেল স্টেশনে ঢুকতে না পারে সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধ এবং স্টেশনে ফেন্সিং করতে হবে।	(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে; (খ) বিনা টিকেটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; (গ) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলোর পকেট গেট বন্ধকরণসহ স্টেশনে ফেন্সিং করতে হবে; (ঘ) রেল স্টেশনের নিরাপত্তা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, টিকেট কালো-বাজারী, হকার ও হিজরার উৎপাত রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৮	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ: সভায় জানানো হয়, ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে মোট ৯২.০৮৮ একর জমি অবৈধ দখল হতে উদ্ধার করে রেলওয়ের ব্যবস্থাপনায় নেয়া হয়েছে। উদ্ধারকৃত রেলভূমি পুণরায় অবৈধ দখল রোধের লক্ষ্যে লিজ/লাইসেন্স প্রদানসহ RCC পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন অবৈধ দখলে থাকা রেলভূমি নিয়মিত উচ্ছেদ করে রেলের ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া	(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের অবৈধ দখল থাকা জমির উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা/উন্নয়ন সমন্বয়সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে; (খ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। মহাব্যবস্থাপক

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	তিনি জেলা আইন শৃঙ্খলা/উন্নয়ন সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশনা দেন।	উদ্ধারকৃত রেলভূমির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে; (গ) উদ্ধারকৃত জমি যেন পুনরায় অবৈধ দখলে না যায় সে জন্য RCC পিলার ও কাঁটা তার দিয়ে বেড়া দিতে হবে।	(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে;
৩.৯	**বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা:** সভায় জানানো হয় বাংলাদেশ রেলওয়ের উভয় অঞ্চলে গত চার মাসে ১৬৫ টি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। বর্তমানে পূর্বাঞ্চলে অনিষ্পন্ন মামলা ১০৭টি দাবিকৃত টাকার পরিমাণ ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬ শত বত্রিশ টাকা। পশ্চিমাঞ্চলে অনিষ্পন্ন মামলা ৬৯ টি দাবিকৃত টাকার পরিমাণ ৪ কোটি ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯ শত ৬৩ টাকা। সভাপতি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য নির্দেশনা দেন।	সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করতে হবে এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক রাজস্ব সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.১০	**রেলওয়ে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম:** সভায় জানানো হয় রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি প্রতিমাসে মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রেরণ করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। সভাপতি বলেন, হাসপাতালগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, রোগী, ঔষধ সরবরাহ, মজুদ পরিস্থিতির তথ্যাদি প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে করতে হবে ; (খ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য আলাদাভাবে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে; ৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৪। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্র: নং	আলোচ্যবিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১১	**মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন:** সভায় জানানো হয় যে, মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সম্মানিত যাত্রীসাধারণের আরামদায়ক রেলভ্রমণ নিশ্চিতকরণে রাজস্ব খাত হতে মোট ৬০টি ষ্টেশনের আধুনিকায়ন, মেরামত ও প্লাটফরম উঁচুকরণের কাজ হাতে নেয়া হয়। তার মধ্যে আগামী দুই মাসে, টাঙ্গাইল, উল্লাপাড়া, চাটমোহর, জয়পুরহাট, ডোমার, পঞ্চগড়, খুলনা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, ফেনী, চাঁদপুর, লাকসাম, নোয়াখালী, কেওয়াটখালী, জামালপুর টাউন, নান্দিনা, গৌরিপুর ময়মনসিংহ জংশন, দেওয়ানগঞ্জ বাজার, আখাউড়া, ভৈরব বাজার জংশন, শায়েস্তাগঞ্জ এবং কমলাপুর ষ্টেশনের ৪ ও ৫ নম্বর প্লাটফর্মে মেরামত ও উঁচুকরণের কাজ সমাপ্ত হবে। ষ্টেশনগুলোর আধুনিকায়নের কাজ তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের গৃহিত রেল ষ্টেশন আধুনিকায়নের কাজ গুনগত মান নিশ্চিত করে যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল নির্দেশনা দেন এবং আধুনিকায়নের কাজ সমাপ্ত ষ্টেশনের তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) রেল ষ্টেশন আধুনিকায়নের কাজ গুনগত মান নিশ্চিত করে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে; (খ) ষ্টেশনগুলোর আধুনিকায়নের কাজ তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (গ)আধুনিকায়নের কাজ সমাপ্ত ষ্টেশনের তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; ২। অনুবিভাগ প্রধান (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। মহাব্যস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৪। সভাপতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে কাজ করার জন্য সবাইকে আহবান জানান। রেলের ভাবমূর্তি উজ্জল করার জন্য তিনি সবাইকে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে অফিস কক্ষ ও সভাকক্ষে ব্যবহৃত এসি সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা, জনশূন্য অফিস কক্ষে লাইট, ফ্যান, এসি বন্ধ রাখা এবং অফিস থেকে বের হওয়ার সময় লাইট, ফ্যান, এসি, টিভি, মাইক্রোওভেন ইত্যাদি বন্ধ নিশ্চিতকরণের জন্য সকলকে নির্দেশনা দেন। আগামী সমন্বয় সভা সেপ্টেম্বর/২০২২ এর ৩য় সপ্তাহে অনুষ্ঠানের জন্য তিনি নির্দেশনা দেন।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

28/09/2022

(ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০৬.০০৪.২২-১৮৫

তারিখ: ০৯ শ্রাবণ ১৪২৯ / ২৪ জুলাই২০২২

<u>কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন রেলভবন, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১১ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্রগ্রাম।
১০। যুগ্মমহাপরিচালক (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১২। উপসচিব (সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৬। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৭। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
১৯। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্রগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
২০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২১। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।
২২। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২৪। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৭। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্রগ্রাম/রাজশাহী।

(মো: তৌফিক ইমাম)
উপসচিব